রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৩৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৯, ২০২১

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৩৭—৫৪৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৭৫—১১২৫
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫৭—২৬৩
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৭৫—১২০৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪২৮/২৯ জুন ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০০.০০১.১৮-৬১৬**—যেহেতু, আপনি মোছাঃ রুম্মানা বেগম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালীন পারিবারিক কারণ দেখিয়ে ০১-০৮-২০১৬ হতে ৩০-১১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ১২০ (একশত বিশ) দিনের অর্জিত ছুটি নিয়ে ৩১-০৭-২০১৬ তারিখ কর্মস্থল ত্যাগ করেন। কর্মস্থল ত্যাগের পর থেকে আপনি অদ্যাবধি বিনানুমতিতে বিধি বহিঃর্ভূতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। আপনার অনুপস্থিতির কারণে সরকারি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে;

যেহেতু, আপনি (০১-০৮-২০১৬ হতে ৩০-১১-২০১৬) ১২০ (একশত বিশ) দিন অর্জিত ছুটি নিয়ে যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী 'পলায়ন' (Desertion) এর আওতাভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী 'পলায়ন' (Desertion) এর অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক আপনাকে কেন সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)' করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করা হবে না তার সন্তোষজনক লিখিত জবাব উক্ত বিধিমালার ৭(১)(খ) বিধি মোতাবেক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আপনি কোন জবাব দাখিল করেন নি;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে 'পলায়ন' (Desertion) এর অভিযোগটি গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭(৩) বিধি অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'পলায়ন' (Desertion) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। তদন্তে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী আপনাকে সরকারি 'চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)' করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৭(৯) মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ আপনার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করা হলেও আপনি কোন জবাব দাখিল করেন নি;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে 'চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)' করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০ এর (২)(ঘ) অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)' করার গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করা হয়;

সেহেতু, মোছাঃ রুম্মানা বেগম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' (Desertion) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(গ) অনুযায়ী আপনাকে সরকারি 'চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)' করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলি কদর
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৪ জুলাই ২০২১

সিনিয়র অর্থ সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার স্বাক্ষরিত ২ (দুই) ও ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোট ইস্যু।

নং **০৭.১৪২.০০৫.০০.০০.০০১০.১২-২৭**—বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত ২ ও ৫ টাকার কারেন্সি নোটে সিনিয়র অর্থ সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার এর স্বাক্ষর সংযোজন করে নতুন নোট মুদ্রণ করা হয়েছে যা আগামী ১৫-০৭-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস হতে ইস্যু করা হবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিস থেকেও নোটটি ইস্যু করা হবে।

সিনিয়র অর্থ সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার স্বাক্ষরিত নতুন ২ ও ৫ টাকা মূল্যমান নোটের রং, পরিমাপ, জলছাপ, ডিজাইন ও অন্যান্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রচলিত নোটের অনুরূপ হবে। নতুন মুদ্রিত উপরোক্ত নোটের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলনে থাকা ২ ও ৫ টাকা মূল্যমানের কাগুজে নোট ও ধাতব মুদ্রা যুগপৎ চালু থাকবে।

মোঃ মাহবুবুল মোর্শেদ
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ আষাঢ় ১৪২৮/১২ জুলাই ২০২১

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-২৬০**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১০(১)(ছ) ধারা অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব আন্দালিব ইলিয়াস, মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক পদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ২০ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-৬২/২০০৩-১০২**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (আব্দুস সোবহান, পিতা-আফসার আলী, মাতা-রেজিয়া বেগম, কাটনারপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর-বগুড়া-৫৮০০, উপজেলা-বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া পৌরসভার ০৩ ও ০৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **বিচার-৭/২-এন-৩৯/৯৪(অংশ)-১০৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ ইউনুস, পিতা-মোঃ ছুপি আহাম্মদ, মাতা-মোবাশ্বেরা বেগম, বাসা/ হোল্ডিং নং-২৫৪, গ্রাম-হাজীপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর-হাজীপুর, উপজেলা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ১৪ নং হাজীপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ট্রাস্ট ও এনসিএসটি সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ আষাঢ় ১৪২৮/২৮ জুন ২০২১

নং **৩৯.০০.০০০০.০৩৫.২২.০০৩.২১.৩৬**—বিভিন্ন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, আত্তীকরণ ও অভিযোজন করার ক্ষেত্রে প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল গঠন এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কার্যকর করা হয় এবং ১৪ জুন ২০২১ তারিখ 'বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। 'বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল'-এর চেয়ারম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৩. উপাচার্য, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগাম
৪. উপাচার্য, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
৫. উপাচার্য, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
৬. উপাচার্য, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
৭. উপাচার্য, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কমিটির কর্মপরিধি :

(১) 'বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল'-এর জন্য ৩ (তিন) বছর মেয়াদে চেয়ারম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) জনের একটি প্যানেল নির্বাচন করে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(২) চেয়ারম্যান কাউন্সিলে প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর প্রকৌশল বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিসহ প্রকৌশল পেশায় অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং স্বীকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা থাকতে হবে এবং চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

রতন কুমার মন্ডল
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ আষাঢ় ১৪২৮/৩০ জুন ২০২১

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৫.০১৫.২০-২৯৩**—যেহেতু ড. মো: আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে নিম্নরূপ অভিযোগ আনীত হয় :

তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ, অদক্ষতা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২০ রুজু করে ১৩-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখ ' ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদ হতে অব্যাহতি দিয়ে স্থলাভিষিক্ত প্রকল্প পরিচালকের কাছে

প্রকল্পের কেনাকাটা, স্টক রেজিস্টার, চেকবই, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। গত ১০-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ব্যক্তিগত শুনানীকালে আবারও 'ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্পের যাবতীয় ফাইল ও দলিলপত্র ১৪-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ অফিস সময়ের মধ্যে মহাপরিচালক, বিএলআরআই-এর উপস্থিতিতে বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের কাছে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য মৌখিক নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু মহাপরিচালক, বিএলআরআই-এর গত ১৪-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৩৩.০৫.২৬৭২.২০১.০৫.০০৫.২০২০-৬৮৮ নং স্মারকপত্রে জানা যায় যে, পুনঃপুন নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন নথি ও দলিলপত্র বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের কাছে বুঝিয়ে দেন নাই। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের উপস্থিতিতে ২৩-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ বর্তমান প্রকল্প পরিচালক-কে কিছু নথিপত্র বুঝিয়ে দিলেও তা ছিল অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়াও তিনি প্রকল্প শুরু হতে দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত ক্রয়কৃত মালামালে স্টক রেজিস্টার, বিল ভাউটারের মূলকপিসহ সকল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন নাই, তার বুঝিয়ে দেয়া কিছু কিছু নথিতে নোটশীট ছিল না, বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনায় মহাপরিচালক, বিএলআরআই এর প্রতিস্বাক্ষর ছিল না, টেন্ডার ও কার্যাদেশ ফাইল আংশিক ছিল, প্রকল্পের পশুখাদ্য সংক্রান্ত অনুমোদিত তথ্যাদি ছিল না। এছাড়াও, বিভিন্ন নথি, যেমন- গবেষণা খাতের ২,২২,০০,০০০ (দুই কোটি বাইশ লক্ষ) টাকার দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত স্টাক রেজিস্টার, প্রকাশনা সংক্রান্ত নথি, নির্মাণ সংক্রান্ত নথি, বাজেট সংক্রান্ত নথি, বিবিধ নথি, আইবাস পাসওয়ার্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি ল্যাপটপসহ অন্যান্য নথি তিনি বুঝিয়ে দেন নাই। অর্পিত দায়িত্ব পালনে অদক্ষতার পরিচয় দেওয়া ছাড়াও তিনি সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন।

যেহেতু ড. মো: আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএল আরআই), সাভার, ঢাকা-কে বর্ণিত অভিযোগ সমূহে অভিযুক্ত করে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয় এবং 'পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৬' এর ৩৭(খ), ৩৭(ঘ) এবং ৩৭(চ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' 'অদক্ষতা' এবং 'আত্মসাৎ' এর দায়ে গত ০৭-১০-২০২০ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৮.০১৫.২০-৬২৮ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২০ রুজু করে তাঁকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করায় গত ০৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব সুবল বোস মনি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়- কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রবিধানমালা ২০০৬ এর ৩৭(খ), (ঘ) ও (চ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্তকে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একই প্রবিধানমালার ৩৮(১) (আ) অনুযায়ী তাঁকে কেন গুরুদণ্ড প্রদান করা হবেনা তা জানতে চেয়ে গত ১৪-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ৩৩.০০.০০০০.১১৮.০১৫.২০-১৪৫ নম্বর স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম ৩১-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলে দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় :

(ক) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সত্ত্বেও দায়িত্ব হস্তান্তরের পর যথাসময়ে সম্পূর্ণ নথিপত্র স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইন সম্মত আদেশ অমান্যকরতঃ অসদাচরণ করেছেন মর্মে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং তিনি গুরুদণ্ড পাবার হকদার।

(খ) নথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করে, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় 'হেড অব প্রকিউরিং এনটিটি'র স্বাক্ষর না নিয়ে, দায়িত্ব হস্তান্তরের পর নতুনভাবে নথি সৃজন করে তিনি অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মর্মে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং তিনি গুরুদণ্ড পাবার হকদার।

(গ) তিনি প্রকল্প পরিচালকের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করার পরও চেকবই নিজের কাছে রেখে দেন। দায়িত্ব হস্তান্তরের পরও চেকবই নিজের কাছে রেখে দেওয়ায় আর্থিক অনিয়ম করেছেন। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় হেড অব প্রকিউরিং এনটিটি এর প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ না করা তার অজ্ঞতা বা অদক্ষতার প্রমাণক। দায়িত্ব হস্তান্তরের পরও তিনি চেকের মাধ্যমে ১৫,৫২,৯২৫ (পনের লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত পঁচিশ) টাকা ক্যাশ উত্তোলন করেন, কিন্তু বর্ণিত অর্থ তিনি আত্মসাৎ করেছেন মর্মে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; তাই তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আর্থিক অনিয়ম বিবেচনা করে অদক্ষতা হিসেবে গণ্য করা গেলেও আত্মসাৎ হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই।

সেহেতু ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই) কে-

(ক) বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রধিানমালা ২০০৬ এর ৩৭(খ), ৩৭(ঘ) এ আনীত অসদাচরণ ও অদক্ষতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগের তাকে দোষী সাব্যস্ত করে একই প্রবিধানমালার ৩৮(আ) (ঘ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে তার বর্তমান পদ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা থেকে পরবর্তী নিম্ন পদে অর্থাৎ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে অবনমিত করা হলো।

(খ) বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০৬ এর ৩৭(চ) এ আনীত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো;

এ আদেশ ১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ আষাঢ় ১৪২৮/২৭ জুন ২০২১

নং **২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৭.০০২.২১.১৭১**—যেহেতু, জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন তপু, নির্বাহী কর্মকর্তা, আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল বিগত ২২-১০-২০২০ হতে ২২-০২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিনা অনুমতিতে ১২৪ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগে রুজুকৃত ২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৭.০০২.২১ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ০৬ এপ্রিল ২০২১ খ্রিঃ তারিখের ১২২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তার নিকট হতে প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোন মন্তব্য না করায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ১৬ জুন ২০২১ তারিখে দাখিরকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন তপু এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন তপু, নির্বাহী কর্মকর্তা, আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী পলায়ন (Desertion) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় তাকে উক্ত বিধিমালার ৪ (২) (ঘ) বিধি অনুসারে '০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তপন কান্তি ঘোষ
সচিব।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ/০৭ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নং **২২.০০.০০০০.০৭৬.০৪.৬৭.২০-১২৪**—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১নং আইন) এর ৬ ক (সংশোধিত ২০১০) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) কর্তৃক প্রণীত Delineation of Coastal Zone এর Exposed Coast এর আওতাভুক্ত নিম্নে উল্লিখিত (ছক-ক) ১২টি জেলার ৪০ টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ০৮ টি এলাকায় Single-Use Plastic ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নিম্নেবর্ণিত ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা (ছক-খ) বাস্তবায়ন করা হবে।

ছক-ক

Exposed Coast হিসেবে চিহ্নিত ১২ টি জেলার ৪০ টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ০৮ টি এলাকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	চট্টগ্রাম মহানগরের এলাকাসমূহ
১.	বাগেরহাট	মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ	
২.	বরগুনা	আমতলী, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, বামনা	
৩.	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখাঁন, লালমোহন, মনপুরা, তজুমুদ্দিন	
৪.	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, মীরসরাই, সন্দ্বীপ, সীতাকুন্ড	চট্টগ্রাম বন্দর, ডাবলমুড়িং, পাহাড়তলী, পাঁচলাইশ, পতেঙ্গা, হালিশহর, কোতয়ালী, বায়েজীদ বোস্তামী
৫.	কক্সবাজার	চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া, উখিয়া মহেশখালী, রামু, টেকনাফ	
৬.	ফেনী	সোনাগাজী	
৭.	খুলনা	দাকোপ, কয়রা	
৮.	লক্ষীপুর	রামগতি	
৯.	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর	
১০.	পটুয়াখালী	দশমিনা, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা, কলাপাড়া	
১১.	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	
১২.	সাতক্ষীরা	আশাশুনি, শ্যামনগর	

ছক-খ

(Single-Use Plastic) ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা :

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের ধাপসমূহ :

বিষয়বস্তু ↓ বছর→	১ম বছর (২০২১)		২য় বছর (২০২২)		৩য় বছর (২০২৩)	
	জানুয়ারি-জুন	জুলাই-ডিসেম্বর	জানুয়ারি-জুন	জুলাই-ডিসেম্বর	জানুয়ারি-জুন	জুলাই-ডিসেম্বর
ওয়ান টাইম কাপ, গ্লাস, প্লেট ও অন্যান্য তৈজসপত্র	আন্তঃমন্ত্রণালয়, আন্তঃবিভাগ সভা আয়োজন।	যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌযান, অভ্যন্তরীণ বিমানসমূহ ও সমুদ্র সৈকত এলাকা	সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন হোটেল/ মোটেল/রেস্টুরেন্ট	সৈকত সংলগ্ন হাট বাজার/বাস স্ট্যান্ড/ ঘোষিত পাবলিক প্লেস/উপজেলার অন্তর্গত সরকারি/ আধা-সরকারি দপ্তর/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সৈকত সংলগ্ন সমগ্র উপজেলা	সৈকত সংলগ্ন জেলা
জুসের স্ট্র/ styrofoam food package/coffee stirrers/অন্যান্য						
lolypop cover, sachet, cigarette filter, cotton buds, সার্জিকেল গ্লাবস/মাস্ক	Solid waste rules প্রণয়ন	ব্রান্ড মালিক/ Supply chain এর অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ী/বর্জ্য ব্যবস্থাপক/নীতি নির্ধারকদের মতামত গ্রহণ	EPR (Extended Producer Responsibility) নির্দেশিকা প্রণয়ন	কোস্টাল এলাকায় পরিবেশ সম্মতভাবে বর্জ্য সংগ্রহ ও বর্জ্য পরিত্যাজনের সুবিধা স্থাপন (কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে)	কোস্টাল এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ ও বর্জ্য পরিত্যাজনে প্রশিক্ষণ প্রদান	কোস্টাল এলাকায় EPR pilot প্রকল্প বাস্তবায়ন
non-recylable/non biodegradable items (multilayer packaging)						

০২। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ উদ্যোগ/পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিয়াউল হাসান, এনডিসি
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০৭ জুন ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৪.২০-৫৯/১**—যেহেতু, জনাব মোঃ মোকবুল হোসেন, (বিপি-৭৪০৬১১২৩৭৯), পুলিশ সুপার, পিবিআই, দিনাজপুর (সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বগুড়া)-এর বিরুদ্ধে নালিশী জমি সংক্রান্তে অভিযোগকারী সাইফুল ইসলাম এর নিকট থেকে দখলাধীন সম্পত্তিতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরও উভয় পক্ষকে আদালতের আদেশের কথা স্মরণ করে না দিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অভিযোগকারীকে ক্রসফায়ারের হুমকি ও মাদক মামলায় জড়ানোর ভয়-ভীতি দেখানো এবং তার অফিস খরচের নামে নালিশী জমিতে দখলের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আদায় করেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয় উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন, তলবকৃত কৈফিয়ত, কৈফিয়তের জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি প্রেরণপূর্বক বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর হতে অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানো হলে তিনি জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক জানান যে, অভিযোগকারী তাকে তথা পুলিশ বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন চেষ্টায় তার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অভিযোগ করেছেন। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বটে। তিনি নালিশী জমি সংক্রান্তে বিজ্ঞ আদালতে সিভিল মামলা থাকায় অভিযোগকারীকে জমি-জমার বিষয়টি বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে সমাধান করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আদালতের আদেশকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেননি। তিনি অফিস খরচের নামে নালিশী জমিতে দখলের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করেননি। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তা সঠিক নয় উল্লেখ করে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নালিশী জমি সংক্রান্তে অভিযোগকারী সাইফুল ইসলাম এর নিকট

থেকে দখলাধীন সম্পত্তিতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরও উভয় পক্ষকে আদালতের আদেশের কথা স্মরণ করে না দিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অভিযোগকারীকে ক্রসফায়ারের হুমকি ও মাদক মামলায় জড়ানোর ভয়-ভীতি দেখানো এবং তার অফিস খরচের নামে নালিশী জমিতে দখলের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করেছেন এমন জোরালো কোনো জোরালো তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে নালিশী জমি সংক্রান্তে বিজ্ঞ আদালতে সিভিল মামলা থাকায় তিনি অভিযোগকারীকে জমি-জমার বিষয়টি বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে সমাধান করার পরামর্শ প্রদান করেন। তথাপিও বর্ণিত কর্মকর্তার আরো সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল বিধায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য 'সতর্ক' করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২২ আষাঢ় ১৪২৮/০৬ জুলাই ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৩.১৯-৭১**—জনাব এস এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার, পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৪০৩০৯১০৬২), সাবেক পুলিশ সুপার, ফেনীতে (বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তর ঢাকায় সংযুক্ত) কর্মকালীন সময়ে সোনাগাজী থানায় কর্মরত ফোর্সদের কার্যকলাপ যথাযথভাবে তদারকি কর্মকাণ্ডে চরম অবহেলা ও অদক্ষতার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ২২-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০১৩.১৯-১৬ নম্বর স্মারক মূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন।

০২। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব হাসিব আজিজ (বিপি-৭১৯৫১০৪৮৭৯), অতিরিক্ত ডিআইজি, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা-কে ০৭-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত শেষে গত ০৫-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন।

০৩। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার, পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৪০৩০৯১০৬২), সাবেক পুলিশ সুপার, ফেনী (বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তর ঢাকায় সংযুক্ত) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪২৮/২৯ জুন ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৪৫৮**—রংপুর জেলার কোতায়ালী থানার মামলা নং-৩৭, তারিখ : ১০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ-এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিলের নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৪৫৯**—নাটোর জেলার সদর থানার মামলা নং-২২, তারিখ : ১৩-০৩-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ২৭ আষাঢ় ১৪২৮/১২ জুলাই ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৭২**—কেতোয়ালী (আরপিএমপি) থানার মামলা নং-৫২, তারিখ : ২০-১০-২০১৯ খ্রিঃ- এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস

বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৭৩**—রাজশাহী জেলার তানোর থানার মামলা নং-১৩, তারিখ : ১৩-০৬-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/৭/৮/৯/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৭৪**—রাজশাহী জেলার বেলপুকুর থানার মামলা নং-১৩, তারিখ : ৩০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৭৫**—জয়দেবপুর থানার মামলা নং-২৬, তারিখ : ২৫-০৮-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৭৬**—শাহপরাণ (রহঃ) থানার মামলা নং-১৭, তারিখ : ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/৭/৮/৯(১)/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৭৭**—ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার মামলা নং-২৬, তারিখ : ২৪-০৮-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৭৯—ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-৬৪, তারিখ : ২৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮০—খিলক্ষেত থানার মামলা নং-০১(১২)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯-২১-৪৮১**—খিলগাঁও থানার মামলা নং-৭৩(০৯)২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮২**—উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-২৫/২২৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/ ১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮৩**—যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-২৬০(০২)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪-০০৯.২১-৪৮৪**—শাহবাগ থানার মামলা নং-২৩(০৬)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮৫—ভাটারা থানার মামলা নং-৩৯(০৮)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮৬**—তুরাগ থানার মামলা নং-৩৮(১০)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮৭**—মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৪৬(০৭)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮৮**—দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৬(১২)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭(৩)/৮/৯(৩)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৮৯**—মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৫৯(০৫)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(আ)(ঈ)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৯০**—তুরাগ থানার মামলা নং-১০(০২)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(আ)(ঈ)/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-৪৯১**—চকবাজার মডেল থানার মামলা নং-৪৭(১০)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪২৮/১২ আগষ্ট ২০২১

নং **৪৬.০০.১২০০.০১৭.২৭.০০১.১৬-৫৭৮**—যেহেতু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার কাইতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এম আসলাম মৃধা এর বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাদক (ইয়াবা) সেবন, ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য জনাব লিলি বেগম কে অসৌজন্যমূলক আচরণসহ জুতাপেটা করা, জন্ম নিবন্ধন, বিভিন্ন সরকারি ভাতাভোগীদের (বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য) নিকট সরকারি ফি এর অতিরিক্ত আদায়, ভিজিডির টাকা তার নিকট গচ্ছিত রাখা এবং সরকারি আদেশ নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ১২(বার) জন সদস্য কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং সরেজমিন তদন্তে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী উপজেলা সমবায় অফিসার, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক বিশেষ সভা আহ্বান করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট গ্রহণ করা হয় এবং অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ১২(বার)টি ভোট পড়ে যা দুই-তৃতীয়াংশের বেশী;

যেহেতু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার কাইতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এম আসলাম মৃধা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বিশেষ সভায় উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশের বেশী ভোটে গৃহীত

হওয়ায় বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক জনস্বার্থে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালন করা সমীচীন হবে না মর্মে বিবেচিত হওয়ায় জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সুপারিশসহ প্রেরিত অনাস্থা প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯(১৩) ধারা অনুযায়ী অনুমোদিত হয়েছে।

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯(১৩) ধারার বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে অনাস্থা প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ায় কাইতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এম আসলাম মৃধা এর পদটি একই আইনের ৩৫(১)(চ) ধারা অনুযায়ী শূন্য ঘোষণা করা হলো।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা মোতাবেক শূন্য ঘোষণা সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবুজাফর রিপন পিএএ
উপসচিব।